পাট ও সমবর্গীয় তন্তু চাষিদের জন্য কৃষি পরামর্শ

প্রকাশনা

ভা.কৃ.অনু.প- ক্রিজাফ, ব্যারাকপুর

৬-১৫ মে, ২০২০ (সংস্করণ সংখ্যাঃ ০৬/২০২০)

ভা.কৃ.অ.প. -কেন্দ্রীয় পটসন এবং সমবর্গীয় রেশা অনুসংধান সংস্থান

ICAR-Central Research Institute for Jute and Allied Fibers

An ISO 9001: 2015 Certified Institute

Barrackpore, Kolkata-700120, West Bengal

www.crijaf.org.in

भा.कृ.अ.प. -केन्द्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान
ICAR-Central Research Institute for Jute and Allied Fibers

পাট ও সহযোগী ফসল উৎপাদনকারী চাষিদের জন্য কৃষি-পরামর্শ
৬-১৫ মে, ২০২০

(I) পাট উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির এই সপ্তাহের সম্ভাব্য আবহাওয়ার পরিস্থিতি

রাজ্য/ কৃষি-জলবায়ু অঞ্চল/ জেলা	আবহাওয়ার পূর্বাভাস
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলী, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, বীরভূম	আগামী চার দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির (৩৫ মিলিমিটার পর্যন্ত) সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১-৩২ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১-২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে।
হিমালয় সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গ দার্জিলিং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা	আগামী চার দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে ভারী (১১২ মিলিমিটার পর্যন্ত) বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১-৩৪ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭-২৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে। আর মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩-৩৭ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২-২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে। হালকা থেকে ভারী বৃষ্টির (১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত) সম্ভাবনা।
আসামঃ মধ্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ক্ষেত্র মরিগাঁও, নওগাঁও	আগামী চার দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা (১৬ মিলিমিটার মতো) বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০-৩২ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০-২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে।
আসামঃ নিম্ন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ক্ষেত্র গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি, কোকড়াঝাড়, বঙ্গাইগাঁও, বরপেটা, নলবাড়ি, কামরূপ, বাক্সা, চিরাঙ্গ	আগামী চার দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ মাঝারি থেকে ভারী (৭৫ মিলিমিটার পর্যন্ত) বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯-৩৩ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯-২৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে।
বিহারঃ কৃষি-জলবায়ু অঞ্চল ২ (উত্তর-পূর্ব অঞ্চল) পূর্ণিয়া, কাটিহার, সহর্ষ, সুপৌল, মাধেপুরা, খাগারিয়া, আরারিয়া, কিষাণগঞ্জ	আগামী চার দিন হালকা থেকে মাঝারি (৭২ মিলিমিটার পর্যন্ত) বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১-৩৭ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১-২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে।
উড়িষ্যাঃ উত্তর-পূর্ব তটীয় সমভূমি বালেশ্বর, ভদ্রক, জাজপুর	আগামী চার দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে ভারী (৫৫ মিলিমিটার পর্যন্ত) বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩-৩৭ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২-২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে।
উড়িষ্যাঃ উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সমতল অঞ্চল কেন্দ্রপাড়া, খুর্দা, জগৎসিংহপুর, পুরী, নয়াগড়, কটক (আংশিক) এবং গঞ্জাম (আংশিক)	আগামী চার দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে থেকে মাঝারি (২৮ মিলিমিটাব পর্যন্ত) বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪-৩৭ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২-২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে।

তথ্য সূত্রঃ ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (http://mausam.imd.gov.in) এবং www.weather.com

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

(II) পাট চাষিদের জন্য কৃষি পরামর্শ

১। দেরীতে লাগানো পাটঃ যে সব চাষিদের (বিশেষ করে বিহার ও উড়িষ্যার) এখনো পাট লাগানো হয়নি তাদের জন্য

- তাদের এখনি জমি প্রস্তুতের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, এবং প্রথম কালবৈশাখীর বৃষ্টির জল পেলেই অবিলম্বে পাট লাগান। মাঝারি উর্বর ও যথেষ্ট উর্বর জমির জন্য সারের সুপারিশ মাত্রা হলো - হেক্টর প্রতি ৬০ কিলো নাইট্রোজেন, ৩০ কিলো ফসফেট ও ৩০ কিলো পটাশ। আর কম উর্বর জমির জন্য এই সুপারিশকৃত সারের মাত্রা হবে ৮০ কিলো নাইট্রোজেন, ৪০ কিলো ফসফেট ও ৪০ কিলো পটাশ। নাইট্রোজেন ঘটিত মোট পরিমান সার, ২-৩ বার সমান ভাবে ভাগ করে মাটিতে চাপান হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। তবে ফসফেট ও পটাশ সারের পুরোটাই জমি শেষ চাষের সময়েই মূল সার হিসাবে দিয়ে দিতে হবে। যে সব চাষিদের মাটির স্বাস্থ্য কার্ড আছে - তারা সেই কার্ডে দেওয়া হিসাব অনুসারে সার প্রয়োগ করতে পারেন। যদি মাটিতে সালফারের অভাব থাকে (২০ কিলো থেকে কম/ প্রতি হেক্টরে), তবে হেক্টর প্রতি৩০ কিলো সালফার দিতে হবে। চাষিদের আরো পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, চেষ্টা করতে হবে পাট ফসলের জন্য নির্ধারিত মোট খাদ্যোপাদানের ২৫ শতাংশ যাতে খামার সার বা ঐ ধরনের প্রাকৃতিক জৈবসারের মাধ্যমে প্রয়োগ করা যায়।
- জমি তৈরীর শেষ পর্যায়ে, ১০ মিটার দূরে দূরে, ২০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ২০ সেন্টিমিটার গভীর জল নিকাশি নালি তৈরী করতে হবে, যাতে হঠাৎ বেশি বৃষ্টি হলে সেই অতিরিক্ত জল, বিশেষত এঁটেল মাটির জমি থেকে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে।
- জে.আর.ও-২০৪ (সুরেন) জাতের পাট লাগান এবং বীজ লাগানোর কমপক্ষে ৪ (চার) ঘন্টা আগে ব্যাভিস্টিন (৫০ শতাংশ) বা কার্বেন্ডাজিম ২ গ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম পাট বীজে ভালোভাবে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। যদি জে.আর.ও-২০৪ জাতের বীজ না পাওয়া যায়, তবে ইরা, তরুণ, এন.জে-৭০১০ ইত্যাদি জাতও লাগাতে পারেন। এই জাতগুলি অল্প কিছুদিনের জন্য লাগিয়ে, পাট শাক হিসাবেও ব্যবহার করা যায়।পাট বীজ ক্রিজাফ বহুসারি পাট বীজ বপন যন্ত্র দিয়ে সারিতে লাগতে হবে। এই ভাবে সারি করে লাগালে প্রতি বিঘায় ৩৫০-৪০০ গ্রাম (২.৫-৩.০ কিলো/হেক্টরে) পাট বীজ লাগবে। সারি করে পাট বীজ লাগানোর সময় মনে রাখতে হবে - সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০-২৫ সেন্টিমিটার এবং পাট বীজ মাটির নিচে ৩ সেন্টিমিটার গভীরে যাবে।
- যদি পাট বীজ বপন যন্ত্র একান্তই না পাওয়া যায়, এরকম জরুরী অবস্থায় ছিটিয়ে পাট বুনতে পারেন। সেক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৮০০ গ্রাম (প্রতি হেক্টরে ৬ কিলোগ্রাম) পাট বীজ লাগবে। মাটিতে জো থাকা অবস্থায় (পলিমাটি অঞ্চলে পাট লাগানোর ৪-৫ দিন পর, আর এঁটেল মাটি অঞ্চলে পাট লাগানোর ৭-৮ দিন পর) ক্রিজাফ নেল উইডার সুপারিশ মতো ব্যবহার করতে হবে, ফলে পাটের সারি বা লাইন হয়ে যাবে। পাট বীজ বোনার ৫-৮ দিন পর, সেচ সেবিত আর বৃষ্টি নির্ভর উভয় ক্ষেত্রেই, ক্রিজাফ নেল উইডার ব্যবহারের ফলে মাটির নিচে (০-১৫ সেন্টিমিটার) অবধি শতকরা ৫-৬ ভাগ জল বেশি সংরক্ষণ হয়, মাটি (০-১০ সেন্টিমিটার) ১-৩ ডিগ্রি বেশি ঠান্ডা থাকে ফলে পাটের চারা ৩০ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হলেও প্রাথমিক খরার অবস্থা সহ্য করতে পারে।
- সেচ সেবিত চাষের ক্ষেত্রে, পাটের জমির আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য, পাট বীজ লাগানোর ৪৮ ঘন্টা পরে, জলসেচ দিয়ে, প্রেটিলাক্লোর (৫০ ইসি) ৩ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করবেন। বৃষ্টি নির্ভর চাষের ক্ষেত্রে, বুটাক্লোর (৫০ ইসি) ৪ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে, পাট বীজ বোনার ৪৮ ঘন্টা পরে প্রয়োগ করতে হবে।

পদক্ষেপ-১ঃ জমির প্রস্তুতি চাষ এবং পাটের জন্য জমিতে প্রাথমিক মূল সার দেওয়া

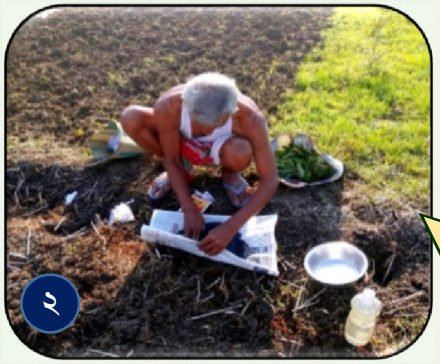

পদক্ষেপ-২ঃ ব্যাভিস্টিন ৫০ ডব্লু.পি বা কার্বেন্ডাজিম ২ গ্রাম প্রতি কিলো বীজে মিশিয়ে লাগানোর অন্তত ৪ ঘন্টা আগে বীজ শোধন

পদক্ষেপ-৩ ক ঃ ক্রিজাফ বহুসারি পাট বীজ বপন যন্ত্র দিয়ে শোধিত পাট বীজ বপন/ লাগানো।

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

পদক্ষেপ-৩ খ ঃ বীজ বপন যন্ত্র না থাকলে, ছিটিয়ে শোধিত পাট বীজ বপন, আর ৪-৮ দিন পরে ক্রিজাফ নেল উইডার ব্যবহার করতে হবে।

পদক্ষেপ-৪ঃ বেশি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল জমি থেকে বের করে দেবার জন্য নিকাশি নালি তৈরী

পদক্ষেপ-৫ঃ জলসেচ দিয়ে পাট বীজ লাগানো হলে - লাগানোর ৪৮ ঘন্টা পরে, প্রেটিলাক্লোর (৫০ ইসি) ৩ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করবেন।

বৃষ্টি নির্ভর পাট চাষের ক্ষেত্রে - বুটাক্লোর (৫০ ইসি) ৪ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে, পাট বীজ বোনার ৪৮ ঘন্টা পরে প্রয়োগ করতে হবে। এক বিঘা জমির জন্য ৮০ লিটার জল লাগবে।

২। সময় মতো (২৫ মার্চ-১০ এপ্রিল) লাগানো পাটের জন্য (ফসলের বয়সঃ ৪০-৫০ দিন)

- যদি নাইট্রোজেন সারের চাপান দেওয়া বাকি থাকে, তবে জমিতে রসের (জলের) ভাব আছে দেখে (বা প্রয়োজনে পরে সেচ দিতে হবে) নাইট্রোজেন ২০ কিলো/ প্রতি হেক্টরে হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে।
- প্রাক-বর্ষার মরশুমে কালবৈশাখীর হঠাৎ বেশি বৃষ্টি হয়ে পাটের জমি জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে, তাতে পাটের বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই এই সময়, পাটের জমিতে ঢাল অনুসারে, ১০ মিটার দূরে দূরে, ২০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ২০ সেন্টিমিটার গভীর জল নিকাশি নালা বানাতে হবে, যাতে বেশি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল জমি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।
- পাট গাছের ৩০-৫০ দিন বয়সে, পাতের ডগার বন্ধ পাতাগুলি, বৃষ্টির পরে ধূসর পোকার (গ্রে উইভিল) দ্বারা আক্রান্ত হয়। গাছ বড় হবার সাথে সাথে, পাতার কাটা অংশগুলো বড় হতে থাকে। এই পোকা ধূসর বর্ণের, তার উপর সাদা বিন্দু বিন্দু দাগ, মাথা লম্বাটে - এদের পাতার উপরে দেখতে পাওয়া যায়। ক্লোরপাইরিফস্ (৫০ ইসি) এবং সাইপারমেথ্রিন্ (৫ ইসি) এর মিশ্রণ, ১.০-১.৫ মিলিলিটার বা ক্লোরপাইরিফস্ (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার বা কুইন্যালফস্ (২৫ ইসি) ১.২৫ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- চাষিদের বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে যে - বৃষ্টির পরে যদি দিনের তাপমাত্রা বাড়ে ও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান বেড়ে যায় - এই অবস্থায় শুঁয়োপোকার প্রাথমিক আক্রমণ হতে পারে। পাতার উপর এই পোকার ডিম ও ছোট ছোট শুককীট এক জায়গায় দলবদ্ধ ভাবে দেখা যায়। পরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ও পাতার ক্ষতি করে। তাই চাষিরা নজর করে দেখে, এই সব আক্রান্ত পাতা তুলে নষ্ট করে ফেলবেন। তাছাড়া প্রয়োজনে ল্যামডা সায়ালোথ্রিন্ (৫ ইসি) ১ মিলিলিটার বা ইন্ডক্সাকার্ব (১৪.৫ ইসি) ১ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- পাটের বয়স যখন ৩০-৩৫ দিন, তখন জমিতে মাকড়ের উপদ্রব হতে পারে। মাকড়ের আক্রমণের প্রধান লক্ষণ হলো- পাতা পুরো বা মোটা হয়ে যাবে, পাতার শিরার মাঝের অংশ কুঁচকে যাবে, আর ডগার কচি পাতা ক্রমে তামাটে-বাদামী রংয়ের হয়ে যাবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে জমিতে জলের (রসের) অভাব না হয়, সবসময় জো অবস্থা রাখতে পারলে মাকড় থেকে ক্ষতি কম হয়। যদি ১০ দিনের বেশি সময় ধরে মাকড়ের আক্রমণ চলতে থাকে, তবে মাকড়নাশক - যেমন ফেনপাইরক্সিমেট (৫ ইসি) ১.৫ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে বা স্পাইরোমেসিফেন (২৪০ এস.সি) ০.৭ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে বা প্রোপারগাইট (৫৭ ইসি) ২.৫ মিলিলিটার/ প্রতিলিটার জলে, ১০ দিন পরে পরে, পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে হবে। যদি বৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে কমপক্ষে ৫-৬ দিন অপেক্ষা করুন, তার পরেও যদি মাকড়ের লক্ষণ থাকে তবে মাকড়নাশক দিতে পারেন।

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

সময়মতো লাগানো পাট (৪০-৫০ দিন বয়স)

বৃষ্টির পরে যদি দিনের তাপমাত্রা বাড়ে ও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান বেড়ে যায় - এই অবস্থায় শুঁয়োপোকার আক্রমণ হয়। এরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। চাষিরা নজর করে এদের ডিম আর শুককীট সহ সব আক্রান্ত পাতা তুলে নষ্ট করে ফেলবেন। প্রয়োজনে ল্যামডা সায়ালোথ্রিন্ (৫ ইসি) ১ মিলিলিটার বা ইন্ডক্সাকার্ব (১৪.৫ ইসি) ১ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

বৃষ্টির পরে ধুসর পোকার (গ্রে উইভিল) আক্রমণ।

ক্লোরপাইরিফস্ (৫০ ইসি) এবং সাইপারমেথ্রিন্ (৫ ইসি) এর মি×ণ, ১.০-১.৫ মিলিলিটার বা ক্লোরপাইরিফস্ (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার বা কুইন্যালফস্ (২৫ ইসি) ১.২৫ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ক) মাকড় আক্রান্ত - লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর

খ) জলের অভাব এড়ান, মাটিতে রস বজায় রাখুন। ফেনপাইরক্সিমেট (৫ ইসি) ১.৫ মিলিলিটার বা স্পাইরোমেসিফেন (২৪০ এস.সি) ০.৭ মিলিলিটার বা প্রোপারগাইট (৫৭ ইসি) ২.৫ মিলিলিটার/ প্রতিলিটার জলে, ১০ দিন পরে পরে, পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে হবে।

জলমগ্ন হওয়ার জন্য পাট ক্ষতিগ্রস্ত। অতিরিক্ত জল নিকাশি করে বের করতে হবে।

শিলাবৃষ্টির জন্য পাট ক্ষতিগ্রস্ত। যদি ৫০-৬০ শতাংশের বেশি ক্ষতি হয়, তাহলে আবার বীজ লাগাতে পারেন। অন্যথায়, মাধ্যমিক পরিচর্যার মাধ্যমে জমির অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

৩. এপ্রিলের ১৫ তারিখের পর পাট লাগালে (পাটের বয়স ২০-৩০ দিন)

- আগাছা বেরিয়ে যাবার পর, ঘাস জাতীয় আগাছা দমনের জন্য কুইজালোফপ ইথাইল (৫ ই.সি) ২.০-২.৫ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে পাট বোনার ২০-২৫ দিন পরে জমিতে ছিটিয়ে দিতে পারেন। অন্য ধরনের আগাছা হাত নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।
- যদি আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও চারা পাতলা করার কাজ তৃতীয় সপ্তাহেও করা হয়নি তবে, ক্রিজাফ নেল উইডারের পিছনের দিকে চাঁছনি বা স্ক্রাপার লাগিয়ে বা পাটের এক চাকা নিড়ানি যন্ত্র, দুই সারি পাটের মাঝখান দিয়ে চালাতে হবে, এতে সব আগাছা নিয়ন্ত্রণ হবে। চারা পাতলা করার কাজ সেরে ফেলুন যাতে প্রতি বর্গ মিটার জমিতে ৫০-৫৫ টি পাট গাছ বজায় থাকে।
- পাট লাগানোর ২০ দিন পর, হালকা সেচের সঙ্গে, মাঝারি উর্বর ও যথেষ্ট উর্বর জমির জন্য নাইট্রোজেন সার ২০ কিলো/ প্রতি হেক্টর জমির জন্য চাপান সার হিসাবে দিতে হবে। আর কম উর্বর জমির জন্য ২৭ কিলো/ প্রতি হেক্টরে হিসাবে নাইট্রোজেন দিতে হবে।
- প্রাক-বর্ষার মরশুমে কালবৈশাখীর হঠাৎ বেশি বৃষ্টি হয়ে পাটের জমি জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে, তাতে পাটের বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই এই সময়, পাটের জমিতে ঢাল অনুসারে, ১০ মিটার দূরে দূরে, ২০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ২০ সেন্টিমিটার গভীর জল নিকাশি নালা বানাতে হবে, যাতে বেশি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল জমি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।
- পাটের বয়স যখন ৩০-৩৫ দিন, তখন জমিতে মাকড়ের উপদ্রব হতে পারে। মাকড়ের আক্রমণের প্রধান লক্ষণ হলো- পাতা পুরো বা মোটা হয়ে যাবে, পাতার শিরার মাঝের অংশ কুঁচকে যাবে, আর ডগার কচি পাতা ক্রমে তামাটে-বাদামী রংয়ের হয়ে যাবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে জমিতে জলের (রসের) অভাব না হয়, সবসময় জো অবস্থা রাখতে পারলে মাকড় থেকে ক্ষতি কম হয়। যদি ১০ দিনের বেশি সময় ধরে মাকড়ের আক্রমণ চলতে থাকে, তবে মাকড়নাশক - যেমন ফেনপাইরক্সিমেট (৫ ইসি) ১.৫ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে বা স্পাইরোমেসিফেন (২৪০ এস.সি) ০.৭ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে বা প্রোপারগাইট (৫৭ ইসি) ২.৫ মিলিলিটার/ প্রতিলিটার জলে, ১০ দিন পরে পরে, পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে হবে। যদি বৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে কমপক্ষে ৫-৬ দিন অপেক্ষা করুন, তার পরেও যদি মাকড়ের লক্ষণ থাকে তবে মাকড়নাশক দিতে পারেন।
- ইন্ডিগো ক্যাটারপিলার পোকার আক্রমণ বিষয়ে চাষিরা সতর্ক থাকবেন। যদি আক্রমণ চলতে থাকে, তবে ক্লোরপাইরিফস (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার /প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে বিকালের দিকে প্রয়োগ করতে হবে।

৩০-৩৫ দিন বয়সের পাট
ক) ছিটিয়ে বোনা,
খ) সারি করে লাগানো

ক) মাকড় আক্রান্ত- লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর
খ) জলের অভাব এড়ান, মাটিতে রস বজায় রাখুন। ফেনপাইরক্সিমেট (৫ ইসি) ১.৫ মিলিলিটার বা স্পাইরোমেসিফেন (২৪০ এস.সি) ০.৭ মিলিলিটার বা প্রোপারগাইট (৫৭ ইসি) ২.৫ মিলিলিটার/ প্রতিলিটার জলে, ১০ দিন পরে পরে, পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে হবে।

ইন্ডিগো ক্যাটারপিলার পোকার আক্রমণ কম করতে,পাট লাগানোর ১৫ দিন পরে, ক্লোরপাইরিফস (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার /প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে বিকালের দিকে প্রয়োগ করতে হবে। আক্রমণ থাকলে, ১০ দিন পরে পরে, আবার স্প্রে করা যাবে।

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

শুকনো মাটির অবস্থায়, ছত্রাক-ঘটিত গোড়া-কান্ড সংযোগস্থল পচা রোগ। যদি রোগ শতকরা ৫ ভাগের বেশি ছড়িয়ে পড়ে, কপার অক্সিক্লোরাইড ০.৫ শতাংশের দ্রবণ প্রয়োগ করুন।

অতি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল জমির উপরের নিকাশি নালা দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বের করে দিতে হবে।

৪। ২০ এপ্রিলের পরে লাগানো পাট (ফসলের বয়সঃ ১৫-২৫ দিন)

- পাট লাগানোর ১৫-২০ দিন পর, ক্রিজাফ নেল উইডারের পিছনের দিকে চাঁছনি বা স্ক্রাপার লাগিয়ে বা পাটের এক চাকা নিড়ানি যন্ত্র, দিয়ে উৎপন্ন হওয়া সব আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবে ক্রমাগত বৃষ্টি হতে থাকলে, নেল উইডার চালিয়ে আগাছা দমন সম্ভব হবে না। এই রকম অবস্থায়, ঘাস জাতীয় আগাছা দমনের জন্য কুইজালোফপ ইথাইল (৫ ই.সি) ১.৫-২.০ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে পারেন। তার পরে (ঘাস জাতীয় ছাড়া) অন্য ধরনের আগাছা হাত নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।
- যত দ্রুত সম্ভব, জমির অতিরিক্ত জল বের করে দিতে হবে। তাই এই সময়, পাটের জমিতে ঢাল অনুসারে, ১০ মিটার দূরে দূরে, ২০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ২০ সেন্টিমিটার গভীর জল নিকাশি নালা বানাতে হবে, যাতে বেশি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল জমি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।
- আগাছা দমনের চূড়ান্ত পর্যায় ও চারা পাতলা করা হয়ে গেলে, পাট লাগানোর ২০ দিন পরে, চাপান সার হিসার হিসাবে, ২০ কিলো নাইট্রোজেন/ প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করতে হবে।
- ইন্ডিগো ক্যাটারপিলার পোকার আক্রমণ বিষয়ে চাষিরা সতর্ক থাকবেন। যদি আক্রমণ চলতে থাকে, তবে ক্লোরপাইরিফস (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার /প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে বিকালের দিকে প্রয়োগ করতে হবে।
- জমি বেশি শুকনো অবস্থায় থাকলে, গোড়া-কান্ড সংযোগস্থল পচা রোগ দেখা দিতে পারে। যদি শতকরা ৫ ভাগের বেশি প্রকোপ দেখা যায়, তাহলে জমিতে সেচ দিন এবং পরে কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স ৫০ ডব্লু.পি) ০.৫ শতাংশ দ্রবণ প্রয়োগ করতে হবে। তবে বেশি বৃষ্টি হওয়ার অবস্থায়, চারার ধসা রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রথমে অতিরিক্ত জল বের করে দিন, তার পরে কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স ৫০ ডব্লু.পি) ০.৫ শতাংশ দ্রবণ বা ম্যানকোজেব ০.২ শতাংশ দ্রবণ প্রয়োগ করুন।

পাট লাগানোর ২০-২১ দিন পর, ক্রিজাফ নেল উইডারে স্ক্রাপার লাগিয়ে ব্যবহার করুন

পাট লাগানোর ২০-২১ দিন পর, একচাকা পাট নিড়ানি যন্ত্র (সিঙ্গল হুইল জুট উইডার) ব্যবহার করুন

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

ইন্ডিগো ক্যাটারপিলার পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে ক্লোরপাইরিফস (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার /প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে বিকালের দিকে প্রয়োগ করতে হবে। সমস্যা থেকে গেলে, ৮-১০ দিন পর পর আবার স্প্রে করতে হবে।

শুকনো মাটির অবস্থায়, ছত্রাক-ঘটিত গোড়া-কান্ড সংযোগস্থল পচা রোগ হয়। যদি রোগ শতকরা ৫ ভাগের বেশি ছড়িয়ে পড়ে, কপার অক্সিক্লোরাইড ০.৫ শতাংশের দ্রবণ প্রয়োগ করুন।

অতি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল জমির উপরের নিকাশি নালা দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বের করে দিতে হবে।

৫। ২৫-৩০ এপ্রিলের পর পাট লাগানো হলে (ফসলের বয়সঃ ১০-১৫ দিন)

- আগাছা বেরিয়ে যাবার পর, ঘাস জাতীয় আগাছা দমনের জন্য কুইজালোফপ ইথাইল (৫ ই.সি) ১.৫-২.০ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে পাট বোনার ১৫-২০ দিন পরে জমিতে ছিটিয়ে দিতে পারেন। অন্য ধরনের আগাছা হাত নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।
- অবিলম্বে পাটের জমি থেকে অতিরিক্ত জল বের করে দেবার জন্য, জমিতে ঢাল অনুসারে, ১০ মিটার দূরে দূরে, ২০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ২০ সেন্টিমিটার গভীর জল নিকাশি নালা বানাতে হবে।
- জমি বেশি শুকনো অবস্থায় থাকলে, গোড়া-কান্ড সংযোগস্থল পচা রোগ দেখা দিতে পারে। যদি শতকরা ৫ ভাগের বেশি প্রকোপ দেখা যায়, তাহলে জমিতে সেচ দিন এবং পরে কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স ৫০ ডব্লু.পি) ০.৫ শতাংশ দ্রবণ প্রয়োগ করতে হবে। তবে বেশি বৃষ্টি হওয়ার অবস্থায়, চারার ধসা রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রথমে অতিরিক্ত জল বের করে দিন, তার পরে কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স ৫০ ডব্লু.পি) ০.৫ শতাংশ দ্রবণ বা ম্যানকোজেব ০.২ শতাংশ দ্রবণ প্রয়োগ করুন।

যত দ্রুত সম্ভব, অতি বৃষ্টির জমা জল জমির উপরের নিকাশি নালা দিয়ে বের করে দিতে হবে।

যদি সম্ভব হয়, পাট লাগানোর ১০ দিন পর, সব ধরনের আগাছা দমনের জন্য ক্রিজাফ নেল উইডার ব্যবহার করুন, অথবা কুইজালোফপ্ ইথাইল ১ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

III. অন্যান্য সহযোগী তন্তু ফসলের জন্য কৃষি পরামর্শ

ক) সিসাল

- যে সব বুলবিল স্বাস্থ্যবান, গোড়ার দিকটা স্ফীত (ফোলা মতো), গাঢ় সবুজ রংয়ের এবং ঘন পাতাযুক্ত - সেগুলি সংগ্রহ করে প্রাথমিক নার্সারিতে ১০ সেন্টিমিটার/ ৭ সেন্টিমিটার দূরত্বে লাগাতে হবে।
- মাধ্যমিক নার্সারিতে যথা সময়ে আগাছা দমন ও সেচের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে স্বাস্থ্যবান রোপন সামগ্রী পাওয়া যায়।
- এক-দুই বছর বয়সের সিসাল বাগিচায় ১০ টন সিসাল-বর্জ বা ৫ টন ধানের খড়/ প্রতি হেক্টরে বা স্থানীয় ভাবে পাওয়া এই ধরনের কিছু দিয়ে আচ্ছাদন (মালচ্) করতে হবে। ফলে মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়বে, ভূমিক্ষয় রোধ হবে এবং সিসাল পাতা কাটার জন্য তিন বছর পর্যন্ত অপেক্ষার সময়কাল, ৬ মাস মতো কম করা যাবে।
- সিসাল পাতা কাটার পর - জেব্রা রোগ, পাতায় দাগ, গুড়ি পচা এবং অন্তর্বর্তী ফসলের রোগের প্রকোপ কম করার জন্য, রোর্দুমিশ্রণ (৪ঃ৪ঃ৪০ এর ৫০০ লিটার/ প্রতি হেক্টরে) প্রয়োগ করতে হবে।
- পাতা থেকে তন্তু বের করার পরের বর্জ পদার্থ থেকে সিসাল কম্পোষ্ট তৈরী করা যাবে। কারণ এতে শতকরা ১.৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ০.২০ ভাগ ফসফেট, ১.৮ ভাগ পটাশ, ২.১ বাগ ক্যালশিয়াম এবং ১.০ ভাগ ম্যাগনেশিয়াম থাকে - যা প্রতি হেক্টরে ২০ টন হিসাবে প্রয়োগে সিসালের ফলন বাড়ায়।
- সিসালের সঙ্গে দুই সারির মাঝখানে লাগানো সুগন্ধি ঘাস - যেমন, লেমন ঘাস, পালমোরোজা, ভেটিভার, সিট্রোনেলা ইত্যাদির পরিচর্যা করতে হবে। এই সুগন্ধি ঘাসগুলি মাটির উপর দিয়ে জল বয়ে চলে যাওয়া কমিয়ে - জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়, ভূমিক্ষয় রোধ করে এবং চাষির আয় বাড়ায়।

প্রাথমিক নার্সারিতে লাগানোর জন্য ভালো গুনমানের বুলবিল সংগ্রহ

মাধ্যমিক নার্সারিতে অন্তর্বর্তী পরিচর্যা

১-২ বছরের সিসালের জমিতে সিসাল বর্জের আচ্ছাদন (মালচ্)

১-২ বছরের সিসালের জমিতে ধানের খড়ের আচ্ছাদন (মালচ্)

সিসালের সঙ্গে আমের অন্তর্বর্তী ফসল

সিসালের সঙ্গে লেমন ঘাসের অন্তর্বর্তী ফসল

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

খ) রেমি

- যারা এখেনো রেমি লাগান নি, তারা অবিলম্বে আর-১৪১১ (হাজারিকা) জাতের রাইজোম বা শিকড়-সহ চারা লাগান।
- ৪-৫ সেন্টিমিটার গভীর করে নালি করে তার মধ্যে ৬০-৭৫ সেন্টিমিটার দূরে দূরে ১০-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা রেমি রাইজোম লাগাতে হবে। একই সারির মধ্যে রাইজোম থেকে রাইজোমের দূরত্ব হবে ৩০ সেন্টিমিটার।
- যাদের মার্চের প্রথম পক্ষের আগেই রেমি রাইজোম লাগানো হয়েছে, তারা ২০ঃ১০ঃ১০ কিলো নাইট্রোজেন, পটাশ, ফসফেট প্রতি হেক্টরে দিতে পারেন।
- সুসম সার প্রয়োগের মাধ্যমে, মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখা ও ভালো ফলন পেতে, রাসায়নিক সারের সঙ্গে খামার সার বা রেমি কম্পোষ্ট সুসংহত পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারেন।
- রেমি লাগানোর পরে ও প্রতি বার রেমির কাটিং করার পরে কুইজালোফপ ইথাইল (৫ ইসি) ৪০ গ্রাম এ.আই প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করে ঘাস জাতীয় আগাছা দমন করা যায়।
- পুরনো রেমির জমিতে, সব গাছ সমান ভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এই সময়ে এক সঙ্গে কেটে দিতে হবে (স্টেজ ব্যাক)।
- আসামের জন্য আবহাওয়ার পূর্বভাস অনুসারে, মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। রেমি জল জমা একদমই সহ্য করতে পারে না। তাই বেশি বর্ষা আগেই জমিতে জল নিকাশি নালা বানাতে হবে।

লাগানোর জন্য রেমির গেঁড় (রাইজোম) তোলা

ভালোভাবে চাষ দিয়ে প্রস্তুত জমিতে, নালি/পরিখা পদ্ধতিতে রেমি লাগানো

একই রকম কান্ড সংখ্যা ও সমান বৃদ্ধির জন্য প্রাক-খরিফ মরশুমে অসমান কান্ড কেটে ফেলা (স্টেজব্যাক)

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

গ) শণপাট (সানহেম্প)

১. যে সব চাষিদের এখনো শণপাট লাগানো হয়নি

- উত্তর প্রদেশের শণপাট লাগনোর অঞ্চলের আগামী সপ্তাহের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮-৪০ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪-২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে। সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা।
- চাষিদের জমি চাষ দিয়ে প্রস্তুত করে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টির জল কাজে লাগিয়ে- শণপাট লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেবলমাত্র উচ্চ ফলনশীল জাতগুলি যেমন - প্রাঙ্কুর (এস.আর.জে-৬১০), অঙ্কুর (এসউআইএন ০৩৭), শৈলেশ (এস এইচ-৪), স্বস্তিক (এসউআইএন ০৫৩), এবং কে-১২ (ব্ল্যাক) শংসিত বীজ লাগাতে হবে।
- কার্বেন্ডাজিম ২ গ্রাম প্রতি কিলো বীজে ব্যবহার করে লাগানোর আগে বীজ শোধন করতে হবে, এর ফলে বীজ বাহিত রোগ থেকে শণপাট বাঁচানো যায়।
- লাইন বা সারি করে বীজ লগাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০ সেন্টিমিটার, আর সারির মধ্যে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৫-৭ সেন্টিমিটার। সারি করে লাগালে হেক্টর প্রতি ২৫ কিলো আর ছিটিয়ে লাগালে ৩৫ কিলো বীজ লাগবে।
- প্রাথমিক মূল সার হিসাবে প্রতি হেক্টরে ২০ঃ৪০-৫০ঃ৪০ কিলো নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ (বা ইউরিয়া ২০ কিলো, সুপার ফসফেট ৩১২ কিলো, মিউরিয়েট অফ পটাশ ৬৭ কিলো) মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে জমিতে দিতে হবে।

২। সে সব চাষিরা এপ্রিলের মাঝামাঝি শণপাট লাগিয়ে ফেলেছেন (ফসলের বয়সঃ ২০-২৫ দিন)

- যদি এর মধ্যে বৃষ্টি না হয়ে থাকে বেং মাটিতে জলের অভাব হয়, তবে হালকা সেচের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সেচের পর, ২৫ দিন গাছের বয়সে, এক বার হাত নিড়ানি দিতে হবে - এতে আগাছা দমন হবে, গাছের বৃদ্ধি হবে ও এসময়ে প্রতি বর্গ মিটারে ৫৫-৬- টি চারা রাখতে হবে।
- যদি শুকনো পরিস্থিতি চলতে থাকে, তাহলর মাছির মতো ফ্লি বিট্‌ল পোকার আক্রমণ হতে পারে। এরা পাতা খেয়ে ফুটো ফুটো করে দেয়। চাষিদের শুঁয়োপোকার আক্রমণের ব্যাপারে ও সতর্ক করা হচ্ছে। যদি বেশি আক্রমণ হয়, তাহলে ক্লোরপাইরিফস্ (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার বা নিমতেল ৩-৪ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করার সুপারিশ করা হয়।

৩। সে সব চাষিরা ২০ এপ্রিলের পরে শণপাট লাগিয়েছেন (ফসলের বয়সঃ ১৫-২০ দিন)

- শণপাট লাগানোর পরে যদি খরার মতো পরিস্থিতি হয়, তাহলে পাতা শোষক পোকার আক্রমণ হতে পারে। তাই একবার হালকা সেচ দিতে হবে।
- সেচ দেবার পর, চাঁছনি দেওয়া নিড়ানি বা অন্য নিড়ানি দিয়ে ১৫-২০ দিন বয়সে, শণপাটের দুই সারির মাঝখানের আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অতিরিক্ত চারা তুলে পাতলা করে দিতে হবে যাতে সঠিক/ অনুকূল চারার সংখ্যা জমিতে থাকে (প্রতি বর্গ মিটারে ৫৫-৬০ টি)।
- কান্ডে বেষ্টনী বা রিং করা পোকার (স্টেম গার্ডলার) বা শুঁয়োপোকার আক্রমণ বিষয়ে চাষিদের সতর্ক থাকতে হবে। যদি এই পোকার আক্রমণ হয়, তবে ক্লোরপাইরিফস (২০ এসি) ২ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

৪। সে সব চাষিরা এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে শণপাট লাগিয়েছেন (ফসলের বয়সঃ ১০-১৫ দিন)

- সেচ নালি ও নিকাশি নালা বানাতে হবে।
- লাগানোর ১৫ দিন পরে, চাঁছনি (স্ক্র্যাপার) দেওয়া নিড়ানি দিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, সঙ্গে মাটিতে মালচের কাজও হবে।
- কান্ডে বেষ্টনী বা রিং করা পোকার (স্টেম গার্ডলার) আক্রমণ বিষয়ে চাষিদের সতর্ক থাকতে হবে। যদি এই পোকার আক্রমণ হয়, তবে ক্লোরপাইরিফস (২০ এসি) ২ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

১) যে চাষিদের এখনো শণপাট লাগানো হয়নি

শণপাট বীজ
(ক) কে-১২ হলুদ
(খ) শৈলেশ (এস.এইচ ৪)

(ক) কার্বেন্ডাজিম বা কার্বন্ডাজিম ১২ শতাংশ ও ম্যানকোজেব ৬৩ শতাংশ ২ গ্রাম /প্রতি কিলো বীজে (শোধন)
(খ) জমি প্রস্তুতি ও লাগানো

২) এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি লাগানো শনপাট (ফসলের বয়সঃ ২০-২৫ দিন)

২০-২৫ দিনে ফসলের বৃদ্ধি

ফ্লি বিটলের আক্রমণ; ইমিডাক্লোরপিড্ (১৭.৬ এসএল) ৩ মিলি/১০ লিটার জলে বা প্রফেনোফস্ (৫০ ইসি) ২ মিলি/ প্রতি লিটার জলে দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

শণপাটের শুঁয়োপোকা

৩। যারা ২০ এপ্রিলের পরে শণপাট লাগিয়েছেন (ফসলের বয়সঃ ১৫-২০ দিন)

আগাছা দমন ও চারা পাতলা করা

দীর্ঘ দিন চলা খরা অবস্থায় পাতা শোষক পোকার আক্রমণ

ক্লোরপাইরিফস্ (২০ ইসি) ২ মিলি/প্রতি লিটার জলে দিয়ে রক্ষাকারী হিসাবে প্রয়োগ

৪। যারা ২৫ এপ্রিলের পরে শণপাট লাগিয়েছেন (ফসলের বয়সঃ ১০-১৫ দিন)

সেচের জন্য ও জল নিকাশির জন্য নালা বানানো। লাগানোর ১৫ দিন পরে আগাছা দমন ও মাটিতে মালচ্ দেবার জন্য চাঁছন নিড়ানির (স্ক্রাপার) প্রয়োগ।

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

V. করোনা (COVID-19) ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে যে যে নিরাপত্তামূলক ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে

১। কৃষকদের চাষবাসের কাজের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে এক জনের থেকে আরেক জনের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। চাষিরা জমি চাষ, বীজ বপন, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ দেওয়া ইত্যাদি কাজের সময় ডাক্তারি পরামর্শ মতো মুখোস (মাস্ক) পরবেন, আর মাঝে মাঝে সাবান-জল দিয়ে হাত ধোবেন।

২। যেখানে সম্ভব, হাত দিয়ে বীজ বোনার পরিবর্তে, ক্রিজাফ পাট বীজ বপন যন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে। একটানা অনেকটা জমিতে একদিনে অনেক কৃষি কর্মচারি দিয়ে বীজ না লাগিয়ে, কিছু দিন বা সময়ের ব্যবান রেখে কম সংখ্যক জনমজুর দিয়ে বীজ বপন করতে হবে।

৩। যখন একই কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন - লাঙ্গল, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বীজ বপন যন্ত্র, নিড়ানি যন্ত্র, জলসেচের পাম্প অনেকে মিলে পর পর ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবেন, তখন খেয়াল রাখতে হবে এই যন্ত্রপাতিগুলি যেন সঠিকভাবে পরিস্কার করা হয়। কৃষি যন্ত্রপাতির যে যে অংশ বার বার হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয়, সেই অংশটা সাবান জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

৪। চাষের কাজের ফাঁকে অবসরের সময়, খাবার খাওয়ার সময়, বীজ শোনের সময় এবং সার নামানো বা তোলার সময় - পর্যাপ্ত সামাজিক দূরত্ব (কম পক্ষে ৩-৪ ফুট) বজায় রাখতে হবে।

৫। যতোটা সম্ভব, কৃষি কাজে পরিচিত লোকেদেরই কাজে লাগান। ভালোভাবে খোঁজ খবর নিয়েই সেই মজুর কাজে লাগাতে হবে, যাতে কোনো করোনা ভাইরাস বাহক কৃষিকাজে আপনার অঞ্চলে চলে আসতে না পারে।

৬। বীজ ও সার পরিচিত দোকান থেকে কিনবেন এবং দোকান থেকে ফিরে আসার পরেই সাবান জল দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নেবেন। বাজারে বীজ, সার ইত্যাদি কিনতে যাবার সময় অবশ্যই মুখোস (মাস্ক) পরবেন।

৭। কোভিড-১৯ ভাইরাস রোগ সংক্রান্ত জরুরি স্বাস্থ্য পরিসেবা বিষয়ে তথ্য জানার জন্য আপনার স্মার্ট মোবাইলে 'আরোগ্য সেতু' নামের এপ্লিকেশান সফট্ওয়ার ব্যবহার করুন।

Aarogya Setu
मैं सुरक्षित | हम सुरक্षित | भारत सुरक्षित

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

VI. পাট কলের (জুট মিল) কর্মচারিদের জন্য পরামর্শ

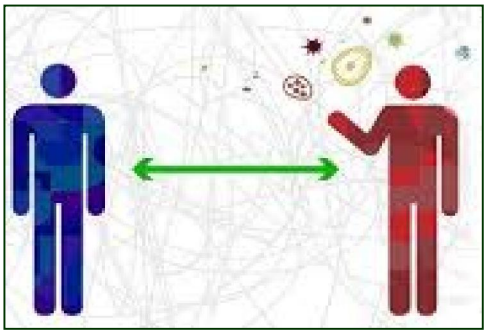

- পাট কল চালু রাখার জন্য, পাট কলের সীমানার মধ্যে থাকা কর্মচারিদের দিয়ে ছোটো ছোটো ব্যাচে, বারে বারে শি করে কাজ চালাতে হবে।
- পাট কলের মধ্যে আনেক জায়গায় কলের (জল) ব্যবস্তা করতে হবে, যাতে কর্মচারিরা মাঝে মাঝে হাত ধুয়ে নিতে পারেন। কাজ চলাকালীন অবস্থায়, কর্মচারীরা ধূমপান করবেন না।
- মিলের শৌচাগার গুলি বার বার পরিস্কার করতে হবে, যাতে কর্মচারিরা রোগের আক্রমনে না পড়েন।
- কর্মচারিদের, গ্লাভস, জুতো, মুখ ঢাকার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুরক্ষার জন্য পরামর্শ দিতে হবে।
- মিলের মধ্যেই, কাজের যায়গা বার বার বদল করা যেতে পারে, যাতে কর্মচারিদের মধ্যে পারামর্শ মতো সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকে।
- যে সম কর্মচারিদের মেশিনের অনের স্থানে বার বার হাত দিতে হয়, তাদের জন্য আলাদা ভাবে হাত ধোয়ার বা স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়াও মেশিনের ওই জায়গাগুলো বার বার সাবান জল দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।
- বয়স্ক কর্মচারিদের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা বা ভিড় কম জায়গায় কাজ দিতে হবে, যাতে তাদের ভাইরাসের সংক্রমণ না হয়।
- মিলের কর্মচারিরা টিফিনের সময় বা অবসরের সময় ভিড় করে এক জায়গায় আসবেন না এবং ৬-৮ ফুট দূরত্ব বজায় রেখেই হাত ধোবেন।
- যদি কোনো মিল কর্মচারির এই ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা যায়, তবে তিনি অবিলম্বে মিলের ডাক্তার বা মিল মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

আপনারা সবাই সুস্থ্য ও নিরাপদ থাকুন, এই কামনা করি

ড. গৌরাঙ্গ কর
নির্দেশক
আই.সি.এ.আর-ক্রিজাফ,
নীলগঞ্জ, ব্যারাকপুর,
কোলকাতা-৭০০১২০, পশ্চিমবঙ্গ

দ্বারা সংকলিত ও প্রকাশিত

Acknowledgement: The Institute acknowledges the contribution of Chairman and Members of the Committee of Agro-advisory Services of ICAR-CRIJAF; Heads of Crop Production, Crop Improvement and Crop Protection division, In-charges of AINPNF and Extension section of ICAR-CRIJAF and other contributors of their division/section; In-charges of Regional Research Stations of ICAR-CRIJAF and their team; In-charge AKMU of ICAR-CRIJAF and his team for preparing this Agro-advisory (Issue No: 06/2020)

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore